ছাত্র সংসদ নির্বাচন

৯ প্যানেলের শীর্ষ নেতৃত্বে চট্টগ্রামের প্রার্থী বেশি

ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে চট্টগ্রাম বিভাগের ২৭ জন

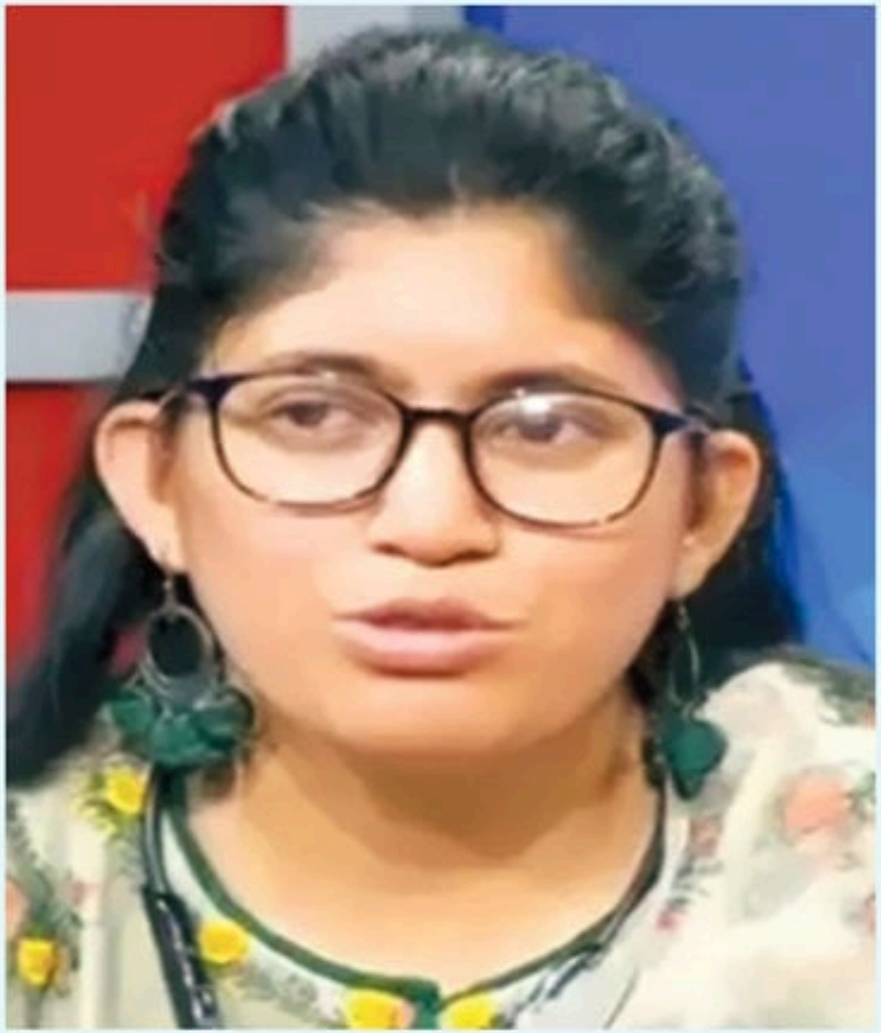

আবিদুল ইসলাম খান, উমামা ফাতেমা

মাজহারুল ইসলাম রবিন ও যোবায়ের আহমদ

প্রকাশ: ২৪ আগস্ট ২০২৫ | ০১:২৩ | আপডেট: ২৪ আগস্ট ২০২৫ | ১৩:৫৮

- অ +

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রার্থীদের জেতার সম্ভাবনা নিয়ে চলছে হিসাবনিকাশ। যদিও নির্বাচনে প্রার্থীর পরিচয় ও কাজ তাঁর জেতার বিষয়ে প্রভাব ফেলবে, এরপরও আঞ্চলিক কোরাম এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন অনেকে। ফলে অঞ্চল ও জেলাভিত্তিক সংগঠনগুলো নির্বাচনকেন্দ্রিক চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ বাদে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, বাম ছাত্র সংগঠন, স্বতন্ত্র মিলিয়ে ৯টি প্যানেল হয়েছে। এসব প্যানেলের শীর্ষ নেতৃত্ব সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মোট ২৭ জন প্রার্থী হয়েছেন। এসব পদে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বা চট্টগ্রাম বিভাগের প্রার্থীর সংখ্যা বেশি দেখা গেছে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং সিলেট বিভাগসহ অন্য জেলার শিক্ষার্থীরা প্রার্থী হয়েছেন।

ডাকসুতে চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ভিপি প্রার্থী হয়েছেন সাতজন। এ ছাড়া জিএস ও এজিএস পদে তিনজন করে এই বিভাগ থেকে মোট ১৩ জন প্রার্থী হয়েছেন। উত্তরবঙ্গ (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) থেকে এই তিন পদে একজন করে তিনজন প্রার্থী লড়বেন। দক্ষিণবঙ্গ (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর) থেকে ভিপি পদে একজন, জিএস পদে চারজন এবং তিনজন এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সিলেট বিভাগে এজিএস পদে দুইজন প্রার্থী হয়েছেন। এ ছাড়া ময়মনসিংহ জেলায় একজন এজিএস পদে প্রার্থী হয়েছেন।

জেলা হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার ভিপি পদে দুইজন ও এজিএস পদে একজন প্রার্থী। কুমিল্লা জেলায় ভিপি পদে দুইজন ও জিএস পদে একজন প্রার্থী ভোট করবেন। খুলনা জেলায় ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে একজন করে লড়বেন। হবিগঞ্জ, জয়পুরহাট, চুয়াডাঙ্গা ও সুনামগঞ্জ জেলা থেকে এজিএস পদে একজন করে নির্বাচন করবেন। রাঙামাটি, বরগুনা, রাজবাড়ী ও সিরাজগঞ্জ জেলায় জিএস পদে ভোটে দাঁড়িয়েছেন একজন করে। এ ছাড়া কুড়িগ্রাম জেলায় ভিপি পদে একজন ও পটুয়াখালী জেলায় জিএস পদে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ভিপি ও এজিএস পদে একজন করে লড়বেন।

এবারের নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে ভিপি পদে নির্বাচন করবেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের কবি জসীম উদ্‌দীন হলের শিক্ষার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তাঁর বাড়ি কুমিল্লায়। জিএস পদে লড়বেন ২০১৮-১৯ সেশনের খুলনার উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের ও কবি জসীম উদ্‌দীন হলের শিক্ষার্থী তানভীর বারী হামীম। এজিএস পদে লড়বেন হবিগঞ্জের তানভীর আল হাদী মায়েদ। তিনি ২০১৮-১৯ সেশনের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এবং বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের প্যানেল বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি পদে লড়বেন ২০১৮-১৯ সেশনের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ও বিজয় একাত্তর হলের ছাত্র আব্দুল কাদের। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলায়। জিএস পদে আবু বাকের মজুমদার ভূতত্ত্ব বিভাগের ২০১৯-২০ সেশন ও ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্র। তিনি কুমিল্লার বাসিন্দা। খুলনার মেয়ে এজিএস প্রার্থী আশরেফা খাতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশন ও শামসুন নাহার হলের ছাত্রী।

সাত বাম ছাত্র সংগঠনের প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদের ভিপি তাসনীম আফরোজ ইমির বাড়ি খুলনার পাইকগাছায়। তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৩-১৪ সেশন ও শামসুন নাহার হলের ছাত্রী। জিএস মেঘমল্লার বসুর রাজবাড়ী জেলার সন্তান হলেও বড় হয়েছেন ঢাকায়। তিনি শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশন ও জগন্নাথ হলের ছাত্র। এজিএস জাবির আহমেদ জুবেলের বাড়ি সুনামগঞ্জে। তিনি ফিন্যান্স বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশন ও শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ছাত্র।

ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট থেকে ভিপি পদে দাঁড়িয়েছেন চট্টগ্রামের আবু সাদিক কায়েম। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৬-১৭ সেশন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের শিক্ষার্থী। জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের বাড়ি রাঙামাটি। তিনি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৭-১৮ সেশনের শিক্ষার্থী। তিনিও থাকেন বঙ্গবন্ধু হলে। এজিএস পদে মহিউদ্দিন খানের বাড়ি জয়পুরহাট জেলায়। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশন ও কবি জসীম উদ্‌দীন হলের শিক্ষার্থী।

উমামা-সাদী নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি পদে উমামা ফাতেমা প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশন এবং কবি সুফিয়া কামাল হলের ছাত্রী। তিনি চট্টগ্রামের মেয়ে। জিএস পদে আল সাদী ভূঁইয়া নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৬-১৭ সেশন ও সূর্য সেন হলের ছাত্র। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এজিএস পদে জাহেদ আহমদের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজানে। তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশন ও সূর্য সেন হলের ছাত্র।

ছাত্র অধিকার পরিষদের প্যানেল থেকে ভিপি পদে দাঁড়িয়েছেন কুড়িগ্রামের বিন ইয়ামিন মোল্লা। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৪-১৫ সেশন ও স্যার এ এফ রহমান হলের ছাত্র। জিএস পদে মনোনীত সাবিনা ইয়াসমিন পটুয়াখালীর মেয়ে। তিনি শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশন ও রোকেয়া হলের ছাত্রী। এজিএস পদে দাঁড়িয়েছেন চুয়াডাঙ্গার রাকিবুল ইসলাম। তিনি মার্কেটিং বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশন ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র।
জামালুদ্দীন খালিদ-মাহিন সরকার নেতৃত্বাধী সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ আরবি বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশন ও কবি জসীম উদ্‌দীন হলের ছাত্র। তাঁর বাড়ি চাঁদপুর জেলায়। জিএস মাহিন সরকারের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলায়। তিনি বাংলা বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশন ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থী। এজিএস পদে ফাতেহা শারমিন অ্যানি লক্ষ্মীপুরের মেয়ে। তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশন ও শামসুন নাহার হলের ছাত্রী।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল সচেতন শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি পদে নোয়াখালীর মোহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশন ও শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ছাত্র। জিএস পদে খায়রুল আহসান মারজান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ২০১৮-১৯ সেশন ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র। তাঁর

বাড়ি বরগুনা জেলায়। এজিএস পদে সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের বাড়ি নোয়াখালীতে। তিনি আরবি বিভাগের ২০২০-২১ সেশন ও স্যার এ এফ রহমান হলের ছাত্র।

তিন বাম সংগঠনের ‘অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪’ প্যানেলের ভিপি পদে নাইম হাসান হৃদয় যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশন ও বিজয় একাত্তর হলের ছাত্র। তাঁর বাড়ি কুমিল্লায়। জিএস পদে এনামুল হাসান অনয় ময়মনসিংহের ছেলে। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২১-২২ সেশন ও স্যার এ এফ রহমান হলের ছাত্র। এজিএস পদে বরিশালের মেয়ে অদিতি ইসলাম দর্শন বিভাগের ২০২১-২২ সেশন ও বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের ছাত্রী।